R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুনুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা আষাঢ় বুধবার, ১৪০৩ সাল।
১৯শে জুন, ১৯৯৬ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

বহু বিতর্কিত রঘুনাথগঞ্জ বাসষ্ট্যাণ্ডের কাজ অবশেষে শুরু হলো

রঘুনাথগঞ্জ : রামসেন সেতুর পূর্বদিকে ও রঘুনাথগঞ্জ—উমরপুর রাস্তার দক্ষিণে ১৮০ শতক জায়গা পিডাব্লুডির কাছ থেকে স্থানীয় পুরসভা বাসষ্ট্যাণ্ডের জন্য লিজের বন্দোবস্ত নেয়। এই জায়গাটি পিডাব্লুডি অধিগ্রহণ করেন ২ লক্ষ ২ হাজার ৪৬০ টাকায়। বর্তমানে পুরসভার চেষ্টায় ও রাজ্য সরকারের নির্দেশে পিডাব্লুডি স্থানীয় পুরসভাকে বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণের জন্য হস্তান্তরিত করলেন লিজের মাধ্যমে। বাৎসরিক ২০ হাজার টাকা পুরোসভাকে এই লিজের সর্তানুযায়ী দিতে হবে বাসষ্ট্যাণ্ডের নির্মাণ কাজের জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ১১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ষ্ট্যাণ্ডের ডিজাইন, টেণ্ডার পেপার ইস্যু এবং যাবতীয় তদারকী কাজ করবেন ক্ষুদ্র ও মাঝারী নগর উন্নয়ন সংস্থা (আই, ডি, এস, এম, টি)। ব্যয়ের ৭৫% দেবেন কেন্দ্র ও ২৫% দেবেন রাজ্য সরকার। বর্তমানে মাটি ভরাট ও বাউণ্ডারী ওয়ালের কাজটি টেণ্ডার মোতাবেক পেয়েছেন জনৈক অসীমকুমার দাস। প্রাথমিক কাজের ব্যয়ভার ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৬৩ টাকা। গত সপ্তাহে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। পুর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায় দ্রুত বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণের কাজ শেষ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা চলছে। বাসষ্ট্যাণ্ডটি নির্মিত হলে স্থানীয় নাগরিকদের বহুদিনের একটি আশা পূর্ণ হবে।

ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলনে মতানৈক্য ফুটে উঠলো

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ১২ জুন রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন ত্রুটি না থাকলেও, সম্মেলনে উপস্থিত প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যেই জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভ্যদের মধ্যে অনৈক্যের ভাব প্রকাশ পায়। মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রশান্ত বাগচীকে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও মালদা ব্যবসায়ী সমিতির মণিভূষণ সাহাকে প্রধান অতিথি করে, স্থানীয় রবিনকু সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করা হয়। সভার শুরুতেই জঙ্গিপুরের কয়েকজন প্রয়াত ব্যবসায়ীর প্রতি শোক জ্ঞাপন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন সমিতির বিদায়ী সভাপতি বরুণ রায়। সমিতির পক্ষে বরুণবাবু এবং সম্পাদক শ্যামল সাহা সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমিতির বিভিন্ন অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। অতিথি বক্তাদের মধ্যে লালগোলা ব্যবসায়ী সমিতির জগন্নাথ পাণ্ডে, সমিতির সভ্যদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাব লক্ষ্য করে সমালোচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। আত্মশুদ্ধি এবং আত্মসমালোচনা ব্যতিরেকে, সমিতির জন্য স্বার্থত্যাগ না করে কোন সংগঠনই যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না—তা তিনি বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেন সরকারী জটিল আইনের হাত থেকে রেহাই পেতেও যে সমিতিতে ঐক্য চাই তারও তিনি উল্লেখ করে লালগোলা ব্যবসায়ী সমিতির দৃষ্টান্ত দেন। এরপর খাগড়া ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে মিঠু ঘোষও সরকারী অফিসারদের বিভিন্ন অনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা কিভাবে সংগঠিতভাবে সোচ্চার হ'ন তার উল্লেখ করেন। এমন কি কোন রাজনৈতিক দলকেও যে তাঁরা পরোয়া করেন না তাও উল্লেখ করেন। মালদার ব্যবসায়ী সমিতির হেম সাহা ও (৩য় পৃঃ দ্রষ্টব্য)

থানার নাকের ডগায় মস্তানদের হাতে ব্যবসায়ী গুরুতর আহত

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১২ জুন ভোরে স্থানীয় থানার কয়েক হাত দূরে সদরঘাটে জঙ্গিপুর বাবুবাজারের ভাঙরি ব্যবসায়ী দুই ভাই উত্তম সাহা ও গৌতম সাহা স্থানীয় মস্তানদের হাতে সাংঘাতিকভাবে জখম হন। সদরঘাট এলাকার দুই মস্তান বাসুদেব দাস ও প্রবীর দাস (চনা) উত্তমের মাথায় সজোরে ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে ও গৌতমকে মারধোর করে। গৌতমকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করা হ'লেও উত্তমকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এখান থেকে বহরমপুর হাসপাতালে ও সেখান থেকে কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

গোপন কারখানায় নকল ঠাণ্ডা পানীয়ের রমরমা কারবার

ফরাক্কা : এই থানায় একটি ও সমসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরশহরে দুটি নকল ঠাণ্ডা পানীয় তৈরীর গোপন কারখানা থেকে তৈরী লিমকা, থামস-আপ, কোকোকোলা প্রভৃতি বোতলে নকল ঠাণ্ডা পানীয় মহকুমার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। দামে কম থাকায় এই সব নকল ঠাণ্ডা পানীয় ৩৪নং জাতীয় সড়কের উমরপুর ও ফরাক্কার বাজারগুলিতে সব হোটেল, চা এর দোকানে বিক্রি হচ্ছে আসল মালের দামে। উল্লেখ্য ধুলিয়ানে হাতিছিত্রা এলাকা থেকে একটি এই ধরনের কারখানা কয়েক বছর আগে পুলিশ আবিষ্কার করে ও প্রচুর মাল আটক করে। ফলে সেবার নকল ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। আবার তা পুরোদমে শুরু হয়েছে। কোম্পানীর আসল মালের বোতল সংগ্রহ করে সেই (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা আষাঢ় বুধবার, ১৪০৩ সাল।

দুর্নীতির ইস্যুতে

গত ১২ই জুন কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার আস্থা ভোটে জয়ী হইয়াছে। এই দিন লোকসভায় ধ্বনিভোটে আস্থা প্রস্তাব পাস হয়। ইহা লইয়া দুই দিন বিতর্ক চলে এবং প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়ার বিতর্কের জবাবী ভাষণের পর আস্থা ভোট পাস হইয়া যায়। বিরোধী বিজেপি সাংসদগণ হাত তুলিয়া প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন; কিন্তু তাঁহারা ডিভিসন বা ভোটাভুটির জন্য দাবী উত্থাপন করেন নাই। যাহা হউক, যুক্তফ্রন্ট সরকার এখন নিশ্চিন্ত মনে প্রশাসনিক কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিবে।

অবশ্য ইহা প্রত্যাশিত ছিলই। কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারে অংশগ্রহণ না করিলেও কংগ্রেস ও সিপিএম দল এই সরকারকে সমর্থন করিয়াছে, বিরোধিতা করে নাই। তবে কংগ্রেসের সমর্থন নিঃশর্ত না শর্তসাপেক্ষ, তাহা পরিষ্কার হয় নাই। কিন্তু প্রয়োজনের নিরীখে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট—উভয়ের পারস্পরিক বিরুদ্ধ সম্পর্ক থাকিলে চলিবে না। তাই ঝাড়খণ্ডী এমপি ক্রয়বিক্রয়, ১৩৩ কোটি টাকার সার কেলেঙ্কারী কিংবা হাওলা ইস্যু — কোনও সম্বন্ধেই যে যুক্তফ্রন্ট সরকার বুঝিয়া সুঝিয়া অগ্রসর হইবে, তাহাই মনে হয়।

কেননা ইহারই কিছুটা আভাস প্রধানমন্ত্রীর আস্থা ভোট সম্পর্কিত বিতর্কের জবাবী ভাষণ হইতে মিলিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় বিতর্কের জবাবী ভাষণে বলিয়াছেন যে, দুর্নীতিই দেশের একমাত্র সমস্যা নহে। দেশে আরও বড় বড় সমস্যা রহিয়াছে। তাঁহার মতে দারিদ্র্য দুরীকরণ সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, গ্রামে যোগাযোগের ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আবাসন প্রভৃতির সমস্যাগুলি রহিয়াছে। তাঁহার মতে এই সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টির অগ্রাধিকার দিতে হইবে। জানা গিয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী দেশের দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা লাভের উষাকাল অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের সময় হইতে দুর্নীতি সমানে এই দেশে চলিয়াছে। শ্রীদেবগৌড়া হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন যে, দুর্নীতির দিকে দৃষ্টি ততটা না দিয়া অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান করিবার অগ্রাধিকার থাকা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী আস্থাভোট বিতর্কের প্রথম দিনে বলেন যে, আস্থা প্রস্তাবের জবাবী ভাষণের সময় তিনি সার কেলেঙ্কারী সংক্রান্ত সব তথ্যাদি সংসদে উপস্থাপিত করিবেন। কিন্তু তথ্যাদি তিনি পেশ না করিয়া জানাইয়াছেন যে, সার কেলেঙ্কারির তদন্ত শেষ না হইলে তিনি বিস্তারিত কিছু বলিতে অপারগ। হাওলা প্রসঙ্গ অবশ্যই আর একটি দুর্নীতির ব্যাপার; তিনি তাহাও উপেক্ষা করিয়া যান।

প্রধানমন্ত্রী যে সব বড় বড় সমস্যার উল্লেখ করিয়া সেইগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে চাহিয়াছেন, তাহা অনস্বীকার্য নহে। কিন্তু দুর্নীতির ইস্যুকে চাপা দিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি দিলে সেই সব সমস্যার বিষয়ে দুর্নীতি বাসা বাঁধিতেও পারে। সুতরাং দেশে ছোট হোক, বড় হোক, দুর্নীতি সমানে চলিতে পারে অপ্রতিহত গতিতে। সুতরাং জনকল্যাণকর কাজগুলিও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না, তাহা ঠিক। এ যাবৎ পূর্বাপর দুর্নীতি চলিয়া আসার কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ উদাহরণযোগ্য শাস্তি এ পর্যন্ত হয় নাই। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই বিষয়ে তৎপরতা দেখাইবার প্রতিশ্রুতি দিলে জনগণের ধন্যবাদার্হ হইতে পারিত। কিন্তু লোকসভায় দুর্নীতির ব্যাপারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দুর্নীতিগ্রস্ত কোনও বিশেষ দল, যাহার সমর্থন এই সরকারের সুস্থিতির জন্য প্রয়োজন, নিরাপদ থাকিবার একটা প্রতিশ্রুতি পাইবে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং দুর্নীতির ইস্যু সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মনোভাব একটি ধোঁয়াশামাত্র বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

'ঝরাপাতা' কাব্যগ্রন্থের একটি সমীক্ষা

কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের সুযোগ তাঁর ঘটেনি। তবু এক গ্রাম্য তরুণ তাঁর মনের সকল মাধুরী মিশিয়ে প্রকাশ করছেন তাঁর মনের কথা, কবিতার আঙ্গিকে। সে তরুণের নাম তপন গুপ্ত। মাত্র তিরিশ বসন্তের কিশলয় তপন অকালে ঝরে গেছেন। তাঁর পিতা বীরভূম জেলার জাজিগ্রাম নিবাসী শ্রীজয়কুমার গুপ্ত প্রয়াত কবির ছোট বড় মনের কথাগুলিকে মালিকার আকারে গেঁথে প্রকাশ করেছেন 'ঝরাপাতা' কাব্যগ্রন্থটি। এ যেন এক পিতার পুত্র-তর্পণ।

'ঝরাপাতা' কাব্যগ্রন্থে প্রায় ৯৩টি ছোট বড় কবিতা রয়েছে। এই কবিতাগুলিতে প্রয়াত তরুণ কবির বাস্তবধর্মিতা, জীবন ও তার অনুষঙ্গসমূহকে দেখবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। বঞ্চিত, অবহেলিত ও শোষিত দরিদ্রের আর্তি ও হাহাকার মরমী কবির অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। তিনি সেই সব অসহায়দের প্রতিনিধি হয়ে গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রার্থনা'-তে জানিয়েছেন আকূতি—

"দুনিয়ার বুকে বাঁচতে দাও।
আমরাও তো তোমারই সন্তান॥"

তপন গুপ্ত তাঁর বিভিন্ন কবিতায় আধুনিক সমাজজীবনের পুরুষ, নারী ও নেতার যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে সমাজের অজস্র কলুষ-কালিমার সন্ধান মেলে। তিনি যখনই পুরুষকে দেখছেন 'নারীমাংস খাবার কাঙাল', নারীকে দেখছেন সূক্ষ্ম অভিনেত্রী, নেতাকে দেখছেন তস্কর-প্রবঞ্চক হিসেবে; তখনই তাঁর একটা জেহাদ ঘোষিত হয়েছে; প্রমাণ করেছেন তাঁর সমাজসচেতনতা। আবার কোথাও বা মানুষের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসা। তাঁর 'ব্যথার মুকুল' কবিতায় তিনি বলছেন—

"মুছে ফেলতে চাইলাম পুরাতন সব সুর
মোর স্মৃতি থেকে।
কিন্তু আজও পারিনি,
কখন কিভাবে বেজে ওঠে
সেই পুরাতন সুর মোর মনঃবীণায়।"

কবিস্বীকৃতি পেয়ে তিনি বিদায় নিতে পারেননি। তাই কি অভিমানভরে লিখেছেন—

"হয়ত আমার লেখা আদর পাবে না
কোনদিন,
কেউ ঘৃণাভরে ভুলেও দেখবে না,

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর সংবাদের রেকর্ডভুক্ত গ্রাহকদের কাছে নিবেদন

জঙ্গিপুর সংবাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের অমর লেখনী 'বিদূষক'র, অসহযোগ আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগের পটভূমিকায় রচিত বিখ্যাত রচনাগুলি পুস্তকাকারে 'সেরা বিদূষক' ১ম ও ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের মূল্য ৭০ টাকা। জঙ্গিপুর সংবাদের রেকর্ডভুক্ত গ্রাহকরা এই খণ্ডগুলি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক হলে, ৩০% কমিশন ও তৎসঙ্গে ২০ টাকা দামের 'দাদাঠাকুরের ত্রয়ী' পুস্তকটি বিনামূল্যে পাবেন। এতে আছে অনবদ্য রচনা 'বোতল-পূজার পাঁচালী,' 'টাকার অষ্টোত্তর শতনাম' ও 'ভোটামৃত'। যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরা আমাদের কার্যালয় থেকে সরাসরি সংগ্রহ করতে পারবেন। ডাকের মাধ্যমে যাঁরা নেবেন তাঁরা পুস্তক মূল্য ৯৮ টাকা (৩০% কমিশন বাদে) এবং অতিরিক্ত ডাক মাশুল ১০ টাকা মোট ১০৮ টাকা মনিঅর্ডারে পাঠালে ওগুলি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে আমরা পাঠিয়ে দেবো।

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (৭৪২২২৫) মুর্শিদাবাদ,

জীবনাবসান

সাগরদীঘি : দেরীতে পাওয়া খবরে জানা যায় এই ব্লকের নাচনা গ্রামের জনপ্রিয় বাকের আলী গত ২৮ মে মহরমের দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি অকৃতদার ছিলেন। গ্রামের উন্নতিতে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন। সেখদীঘি বেসিক স্কুল এবং নাচনা হাই মাদ্রাসার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তৎকালীন এম-এ-ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাকের আলী গ্রামকে ভালবেসে গ্রামেই শেষ জীবন পর্যন্ত থেকে যান। তাঁর মৃত্যুতে ঐ অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

*

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় ক্রীড়ামোদী ৺বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা বন্যেশ্বরী দেবী গত ৮ জুন বিরানব্বই বছর বয়সে তাঁর ফাঁসিতলা বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রেখে যান। বার্দ্ধক্যজনিত কারণে তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন।

*

গত ২৮ মে গঙ্গাপুজোর দিন রঘুনাথগঞ্জের নারায়ণ প্রেসের মালিক নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র তীর্থ চক্রবর্ত্তী (১২) স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মারা যায়। দু'দিন পর তার মৃতদেহ ভেসে উঠে। তীর্থ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী ছাত্র হওয়ায় ১৪ জুন স্কুল বন্ধ থাকে।

৬ই জুলাই, শনিবার, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ
সংগীতে, নৃত্যে ও কবিতায়

বরষা-বরণ উৎসব

অংশ গ্রহণে : **রবি-মঞ্চ সংগীত বিদ্যালয়**
বিশেষ অতিথি শিল্পী
সুপ্তি মুখোপাধ্যায় (বেতার, কলিকাতা)
সংগীত পরিচালনা : দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থান—রবীন্দ্রভবন (রঘুনাথগঞ্জ)
* প্রবেশ অবাধ *
সৌজন্যে—**রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়**

হারাইয়াছে

গত ইংরেজী ১৭-৬-৯৬ তারিখে আমার সহিযুক্ত কয়েকখানা ডেমি ও ষ্ট্যাম্প পেপার হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন দয়া করে ফেরৎ দিবেন।

মোমিন সেখ
পিতা নুরমহম্মদ সেখ
সাং সাদিকপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উত্তমকুমার দত্ত বলেন, ব্যবসায়ীরা সরকারী কোষাগারে বিভিন্ন কর জমা দিলেও সরকার ব্যবসায়ীদের কোন নিরাপত্তা দিতে পারছে না। ডাক্তার, শিক্ষকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে যে টাকা রোজগার করেন তার কোন ক্যাশ মেমো দেন না; অথচ ব্যবসাদাররা কর ফাঁকি দিলে সরকারের টনক নড়ে। তাই সরকারী আইনের অন্যায় বেড়াজাল থেকে ব্যবসায়ীদের বেরিয়ে আসার জন্য তাঁরা সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তবে সভায় মাইক্রোফোন ও রবীন্দ্রভবনকে সভাগৃহের অনুপযুক্ত বলে অনেকে বর্ণনা করেন। সমিতির পক্ষে পার্থসারথী নাথ ও সুরেশ মিশ্র সমিতিতে একতার অভাবের উল্লেখ করে সকলকে সংগঠিত হবার আহ্বান জানান। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী গৌতম রুদ্র তাঁর বক্তব্যে স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেন। সম্মেলনের শুরুতে কোন প্রস্তাব পাঠ না হওয়ায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। কতিপয় ব্যবসায়ীকে থানার দালাল আখ্যা দিয়ে গৌতম রুদ্র বলেন, এঁরাই ব্যবসায়ীদের চরম শত্রু এবং সে কারণে জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতি কোনদিনই সংঘবদ্ধ হতে পারছে না। সেই সব স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করে না। এছাড়া জনকল্যাণে সমিতির কোন ভূমিকা না থাকার কথাও তিনি উল্লেখ করে বলেন, জঙ্গিপুরে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের স্ব স্ব ইউনিয়ন থাকায় কেউ জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতির কথা চিন্তা করে না। প্রধান অতিথি মণিভূষণ সাহা ও সভাপতি প্রশান্ত বাগচীর বক্তব্যেও সেই একতার অভাবের কথাই ধরা পড়ে। তাঁরাও সমিতিকে মজবুত করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভার শেষে সমিতির বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ উমাশঙ্কর বড়াল গত কয়েকটি আর্থিক বছরের হিসাব পেশ করেন। কিন্তু হৈ চৈ এর ফলে কোন শ্রোতারই তা বোধগম্য হয়নি। এছাড়া সভার পরিচালক বরুণ রায় যখন নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করছিলেন তখন অধিকাংশ সদস্যই সভাগৃহ ছেড়ে বাইরে চলে যান।

ব্যবসায়ী গুরুতর আহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পরেও উত্তমের জ্ঞান ফেরেনি বলে জানা যায়। প্রকাশ উক্ত দুই ভায়ের মালদাতে একটি বাসনের দোকান আছে এবং তাঁরা ভাঙরিরও ব্যবসা করেন। অন্যদিকে দুষ্কৃতিদের একটি দল কিছুদিন ধরে সদরঘাট এলাকায় মস্তানি করে দু'নম্বরী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা আদায় করে আসছে। ঘটনার দিন ভোর রাতে উত্তম সাহা ও তাঁর ভাই গৌতম ভ্যানে করে ভাঙরি নিয়ে সদরঘাটে পার হয়ে শহরের দিকে আসার পথে চনা ও বাসুর কাছে বাধা পান। মস্তানরা মালের জন্য দু'হাজার টাকা নাকি দাবী করে। তাঁরা দিতে অসম্মত হলে দুষ্কৃতীরা দু'ভাইকে আহত করে গা ঢাকা দেয়। ভ্যানচালক বাধা দিতে গেলে তিনিও আহত হন। চনা বাসু ছাড়াও নাকি আর একজন ছিল যাকে কেউ চিনতে পারেনি বলে জানা যায়। পুলিশ তাদের সঙ্গী বলে পরিচিত কিশোর সাহাকে সন্দেহক্রমে গ্রেফতার করে, পরে ছেড়ে দেয়। পুলিশ চনা ও বাসুর বাড়ী তল্লাসী চালিয়ে কাউকে না পেয়ে বাড়ী ভাঙচুর করে ও আসবাবপত্র তছনছ করে। ঐ এলাকায় দিনে ও রাতে কিছু অসুস্থ মানাসিকতার যুবক দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের অসামাজিক কার্য্যকলাপ চালিয়ে গেলেও পুলিশ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকায় এলাকার বহু বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়—উক্ত দুই মস্তান নাকি এখানেই রাজনৈতিক আশ্রয়ে আত্মগোপন করে আছে।

কাব্যগ্রন্থের একটি সমীক্ষা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

....

....

তবুও আমি লিখি—শান্তি পাই নিজেই,' ? না, কবির অকাল প্রয়াণই এর মূল কারণ। জীবনে বহু দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি সার্থকতায় পৌঁছতে পারতেন।

'ঝরাপাতা'-য় কবির বাস্তববোধ, সমাজ-চেতনা, বিদ্রোহীভাব ছাড়াও রোমান্টিক মনের সন্ধান অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁর কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবির লেখায় আধুনিক কবিতার রীতি অনুসৃত হয়েছে। কবিতার ভাষা সরল ও সাবলীল।

আমাদের গ্রামীণ সমাজ-পরিবেশে 'ঝরাপাতা'-র কবির মত কত কবিই থাকেন। এ রকম মণি-মুক্তার সন্ধান করে নানা পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করলে তাঁরাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যে সম্ভাবনাপূর্ণ অংশীদার হতে পারেন। দুঃখ এই যে, এই তরুণ কবিকে আর পাওয়া যাবে না।

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কার্ডস ফেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ, ফোন—৬৬২২৮

প্রয়োজনীয় রাস্তাটি না হওয়ায় গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের ঈদগাহা থেকে বালিয়া পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করার কাজ শুরু হওয়ায় আশপাশ গ্রামের মানুষরা খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু কাজ শেষ হলে দেখা গেল বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা হলো। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ কালিয়াডাঙ্গা থেকে বালিয়া পর্যন্ত রাস্তাটিতে হাত পড়লো না। যার ফলে বালিয়া হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের তো বটেই ফসল উৎপাদকদের রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি ও বহরমপুরে তরিতরকারী নিয়ে যাতায়াতও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে গ্রামের মানুষ রীতিমত ক্ষুব্ধ বলে জানা যায়।

কৃষিবার্ত্তা

জেলায় আমন ধান হিসাবে লালস্বর্ণা এখন খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এতে নানারকম রোগপোকার আক্রমণ বেড়ে গেছে এবং ফলনের হারও কমে গেছে। একচেটিয়া এই ধানের চাষ করলে হঠাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারেন। এই জাতের পরিবর্ত্তে একই গুণাগুণ বিশিষ্ট জাত এম. টি. ইউ ৭০২৯ চাষ করুন। এর ফলন হেক্টরে ৬ টন মত। রোগ ও পোকার আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম। লাল স্বর্ণার জমিতে এম. টি. ইউ ৭০২৯ ছাড়াও আই. ই. টি ৬১৪১ (কুন্তী), পঙ্কজ প্রভৃতি জাতের ধান চাষ করতে পারেন। বীজের জন্য সরকারি খামারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

Memo No. 254 (5) Inf./Msd. Date 11. 6. 96

সাহিত্য সভায় কৃষ্ণা বসু

সংবাদদাতা : গত ১০ জুন ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফিল্ড হোষ্টেল কলোনীতে 'কুশ' সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে কবি কৃষ্ণা বসুকে সম্বর্ধনা ও সাহিত্য আলোচনা চক্রের ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল্যবোধের সার্বিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন কবি কৃষ্ণা বসু। তাছাড়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম মজুমদার, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমলেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সমকালীন কবিতার ধারা নিয়ে আলোচনা করেন কবি কৃষ্ণা বসু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কবি খগেন্দ্রনাথ বসু।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১২ জুন স্থানীয় ফাঁসিতলায় পুরানো ডাকঘর ভবনে ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি ও সম্পাদক রেবজুল ইসলাম ও সচ্চিদানন্দ কাণ্ডারী, জোনাল সম্পাদক সাহাদাৎ হোসেন। বক্তারা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রায় ২৫০ জন সদস্য কনভেনশনে যোগ দেন। নূতন কমিটি গঠিত হয় ২৮ জনকে নিয়ে। মোহন মাহাতো, শত্রুঘ্ন সরকার এবং তারাপদ দাস যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

নকল পানীয়ের রমরমা কারবার (১ম পৃষ্ঠার পর)

লেবেলযুক্ত বোতলে সস্তা কেমিক্যাল ও জল মিশিয়ে বোতলগুলি তৈরী করা হচ্ছে বলে জানা যায়। সব কিন্তু জেনেও পুলিশ প্রশাসন অস্বাভাবিকভাবে চুপচাপ। এর ফলে আসল ঠাণ্ডা পানীয়ের এজেন্টরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অন্য দিকে এই ধরনের পানীয় খেয়ে লোকে পেটের নানা রোগে ভুগছে।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।